বাংলাদেশ: যুদ্ধাপরাধ আইনকে পরিমার্জন করুন

আন্তর্জাতিক মানদ- মেটানোয় ব্যর্থতা ১৯৭১ সালের ধ্বংসযজ্ঞের বিচারের বিশ্বাসযোগ্যতা হানি করবে

(জুলাই ৮, ২০০৯ – নিউ ইয়র্ক) - ১৯৭৩ সালে প্রণীত বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধ বিষয়ক আইনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা উচিত যাতে স্বাধীনতা যুদ্ধে পরিচালিত ধ্বংসযজ্ঞ ও নির্যাতনের বিচার করার জন্য সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছে, তা যুদ্ধে নির্যাতন-বর্বরতার শিকার যাঁরা হয়েছিলেন তাঁদের জন্য তা প্রকৃত অর্থে অর্থপূর্ণ হয়, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে আজ পাঠানো এক চিঠিতে একথা বলেছে।

আইনমন্ত্রী শফিক আহমেদ ২০০৯-এর ৬ই জুলাই বলেছেন সরকার আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন, ১৯৭৩-এর জন্য প্রস্তাবিত এবং ক্যাবিনেট কর্তৃক অনুমোদনপ্রাপ্ত কিছু সংশোধনী সংসদে পাঠাবে। একই ঘোষণায় আইনমন্ত্রী এমন কিছু পরিবর্তনের কথা বলেছিলেন যা তাঁরা ভাষায় আইনটিকে "ন্যায় ও নিরপেক্ষ" করবে। কিন্তু হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলেছে, এসব প্রস্তাবের ফলে বাংলাদেশের সংশিস্নষ্ট আইনটিতে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বিদ্যমান আন্তর্জাতিক মানদ- অনুযায়ী পর্যাপ্ত পরিবর্তন আদতে আনা সম্ভব হয়নি, অন্যদিকে বিচারকার্যে উপযুক্ত প্রক্রিয়াও নিশ্চিত করা যায়নি।

"বহু বছর ধরে পড়ে থাকা জঘন্য ও বর্বর অপরাধের বিচার সম্পন্ন করতে গিয়ে সরকারের উচিত নয় তাড়াহুড়ো করা," বলেছেন হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এশিয়া বিষয়ক পরিচালক ব্র্যাড অ্যাডামস। "এক্ষেত্রে আইনকে হতে হবে নিশ্ছিদ্র যাতে করে এসব অপরাধের যারা হোতা তারা কোনোভাবেই পুরো বিচারপ্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ করতে না পারে এবং তাদের যে শাস্তি হবে, তার বিরুদ্ধে আপীল করে সফল হতে না পারে।"

শেখ হাসিনার কাছে দেওয়া চিঠিতে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ১৯৭১ সালে বর্বর ধ্বংসযজ্ঞের জন্য দায়ীদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর প্রতিশ্রুতিকে স্বাগত জানিয়েছে, কিন্তু একইসঙ্গে বলেছে ১৯৭৩ সালের আইনটিতে নিম্নলিখিত সংশোধনগুলো আনা জরুরি:

- *এটা নিশ্চিত করা যে এসব বিচার যেন সামরিক বিচারক নয় শুধুমাত্র বেসামরিক বিচারক দিয়ে পরিচালিত হয়,*
- *আসামীদের অধিকার যেন পূর্ণরূপে রক্ষিত হয় বিশেষ করে তাদের ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার এবং নির্যাতন ও অন্যান্য নিপীড়ন থেকে যাতে তাঁরা সুরক্ষা পান,*
- *ট্রাইব্যুনালের সামনে সাক্ষ্য দেওয়ার আগেই যেন সাক্ষী ও আক্রান্ত ব্যক্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়,*
- *অপরাধের আন্তর্জাতিক যে সংজ্ঞা রয়েছে বিশেষ করে গণহত্যা ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ সংক্রান্ত যে সংজ্ঞা রয়েছে, আইন যাতে তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তা নিশ্চিত করা, এবং*
- *মৃত্যুদ-ের বিধান রহিত করা*

“বাংলাদেশের জন্য এটি রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটি বিষয় এবং সেজন্যই বিচারপ্রক্রিয়া যাতে সব ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারে তা নিশ্চিত করা আরো বেশি জরুরি,” বলেছেন ব্র্যাড অ্যাডামস। “নয়ত কেউ কেউ এ প্রশ্ন তুলতেই পারে যে, এ বিচার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং এর আসল লক্ষ্য রাজনৈতিক প্রতিশোধ গ্রহণ, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা নয়,” বলেন অ্যাডামস ।